ছৌ নাচের ইতিকথা

ছৌ নাচ বাংলা সহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজের দাসত্বকে কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে আধুনিকতার সাইক্লোনেও ছৌ নাচ তার সৌন্দর্যের লীলাখেলা করে চলেছে। ভারতের পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্য সংস্কৃতি হল ছৌ নাচ। এই নাচ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় বেশ জনপ্রিয়। উৎপত্তি ও বিকাশের স্থান অনুসারে ছৌ নাচের তিনটি উপবর্গ রয়েছে। যথা– পুরুলিয়া ছৌ, সরাইকেল্লা ছৌ ও ময়ূরভঞ্জ ছৌ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলায় ছৌ-এর উৎপত্তি।

মুখোশ নৃত্য হিসেবে প্রসিদ্ধ ছৌ নাচ। পুরুলিয়া তথা এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ধারা হলো ছৌ নাচ। এটি এক ধরনের মুখোশ নৃত্য। ভারতীয় দেব-দেবী, দৈত্য-রাক্ষস, নর-বানর চরিত্রগুলির অনুরূপ মুখোশ তৈরি করে তার দ্বারা সজ্জিত হয়ে এই নাচ করা হয়।এটি এক অপরূপ নৃত্যশৈলী। শুধুমাত্র মুখোশ পরিধান করেই এর শেষ নয়, শারীরিক কসরতের মধ্য দিয়ে এই নৃত্যের প্রদর্শন করা হয়। পুরুলিয়া জেলা তথা মানভূম অঞ্চলে মুখোশ পরে এই নাচ হতো।

ছৌ শিল্পীরা সারা চৈত্র মাস ধরে অনুশীলন করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ও জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখে অনুষ্ঠিত রহিন উৎসব পর্যন্ত ছৌ নাচ হয়ে থাকে। এখনো পুরুলিয়া জেলায় শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচের আসর বসে।

ছৌ নাচের ধরনটাই মহাকাব্যিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনিও অভিনীত হয়। ছৌ নাচের মূল রস হল বীর ও রুদ্র। নাচের শেষে দুষ্টের দমন ও ধর্মের জয় দেখানো হয়। প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেয়া হয়। গান শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। প্রথমে গণেশের বেশধারী নর্তক নাচ শুরু করেন। তারপর অন্যান্য দেবতা, অসুর, পশু ও পাখির বেশধারী নর্তকেরা নাচের আসরে প্রবেশ করেন।ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় না বলে শিল্পী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন ও সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। ছৌ নাচের অঙ্গসঞ্চালনকে মুলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মস্তক সঞ্চালন, স্কন্ধ সঞ্চালন, বক্ষ সঞ্চালন, উল্লম্ফন এবং পদক্ষেপ । বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে

“চাল” বলা হয়ে থাকে। ছৌ নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চাল রয়েছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা, মাটি দলখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত।

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি থানার চড়িদা গ্রামের চল্লিশটি সূত্রধর পরিবার এবং জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের পাঁচটি পরিবার ছৌ নাচের মুখোশ তৈরী করেন। এছাড়া পুরুলিয়া মফস্বল থানার গেঙ্গাড়া, ডিমডিহা ও কালীদাসডিহি গ্রামে, পুঞ্চা থানার জামবাদ গ্রামে এবং কেন্দা থানার কোনাপাড়া গ্রামেও এই মুখোশ তৈরী হয়ে থাকে।

আদিবাসী ও উপজাতীয় শিল্পীদের শারীরিক ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহনকারী হিসেবে ছৌ নাচ জনপ্রিয়। গম্ভীর সিংমুড়া পুরুলিয়া ছৌ নাচের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। ১৯৮১ সালে তিনি ছৌ নাচের জন্য "পদ্মশ্রী' পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৮৩ সালে "সংগীত নাটক আকাদেমি' পুরস্কারে ভূষিত হন।